দ্বীন প্রতিষ্ঠা

আশিকুর রহমান প্লাবন

দ্বীন প্রতিষ্ঠা

লেখক :
আশিকুর রহমান প্লাবন

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
আধুনিক লাইব্রেরী
০১৯০৭০৭৮৭৬৭
sakibbim@gmail.com

প্রথম প্রকাশ :
মে ২০২৬ ইং
প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন মন্‌জু

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ মেহেদী হাসান মেহেদুল মৃধা

DIN PRITISTHA

মূল্য : ১৫ টাকা মাত্র।

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আশিকুর রহমান প্লাবন ইবনে গোলাম মওলা ইবনে ইব্রাহীম মাষ্টার ইবনে এনায়েত উল্লাহ্ মুন্সি ইবনে টুনু শাহ্। গ্রাম একবারপুর দক্ষিণ পাড়া ডাকঘর: গোপীগ্রাম উপজেলাঃ পীরগঞ্জ জেলা: রংপুর। মাদারগঞ্জ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০5 সালে এসএসসি। ১৩/০১/২০০৮ ইং সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দান। এবং ১৪/০৬/২০১০ইং সালে চাকুরী বাদ দিয়ে আসা। তারপর বিভিন্ন পেশার জরিত থাকা। এবং ২০19 সালে মাদারগঞ্জ সালাফিয়াহ মাদ্রাসার কাজ শুরু করা। মাদ্রাসার ক্লাস শুরু ১৯/০৮/২০২২ সাল থেকে ১৫/০৮/২০২৫ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা পরিচালনা করি। আমি প্রায় ১২ বছর নিজেকে আহলে হাদীস পরিচয় দেই। তবে পরে ভুল বুঝতে পেরে এবং কুরআনে প্রায় ৩২ জায়গায় নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেয়ার কথা বলা আছে, এজন্য আমি মুসলিম। আমি তিন ভাই বোনের মধ্যে ছোট। বড় বোন তার পর বড় ভাই আল আমিন মাসুদ এবং আমি আশিকুর রহমান প্লাবন। জন্ম ২৯/১২/১৯৮৯ সালে। বইটি লেখার কাজ সম্পূর্ণ হয় ১০/০৪/২০২৬ইং, রোজ: শুক্রবার। বইটি লিখতে সহযোগিতায় কুরআন বিল কুরআন এবং বাংলা হাদীস অ্যাপস থেকে নেয়া হয়।

প্রয়োজনে : ০১৭১৭-৬২১৭৬৭, ০১৫১৬-৫৬৭০৫১

কথা বলার আদব :

১. কথা বলার আগে সালাম দাও। সূরা নূর/৬১)
২. কথা বলার আগে সর্তক থাকো, কারণ প্রতিটি শব্দই লিখা হচ্ছে। (সূরা কাফ/১৮
৩. সুন্দর ও উত্তম ভাবে কথা বলো। (সূরা বাকারাহ/১৮)
৪. অনর্থক ও বাজে কথা থেকে বিরত থাকা। সূরা আল মুমিনুন/৩)
৫. কণ্ঠস্বর নিচু রাখো, গাধার মতো কর্কশ স্বরে কথা বলোনা। (সূরা লুকমান /১৯)
৬. বুদ্ধি ও চিন্তা ব্যবহার করে কথা বলো। সুরা নাহল/১২৫)
৭. মূর্খ ও অজ্ঞদের সাথে ঝগরা নয়, তাদের শান্ত ভাবে এরেয়ে চলো। (সূরা ফুরকান/৬৩

আর কারো ঈমান আনা হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম হয়। পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদের উপর। –ইউনুস - ১০০

সালাত/নামাজ

সালাত/নামাজ মুমিন ও কাফেরর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে :
তারা যেন ভালো কাজ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত আদায় করে। সূরা আম্বিয়া/৭৩)
আর সালাত কায়েম করো এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও। (ইউনুস/৮৭)

আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (সূরা রুম/৩১)

যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান। (সূরা মা'আরিজ/৩৪)

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হও। (সুরা বাকারাহ/২৩৮)

সালাত কারোজ কায়েম করে যাকাত দেয়, এক' সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। (সূরা হজ্ব/৪১)

হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারাহ/১৫৩)

কখনো নয়! তুমি তার (কাফেরের) অনুসরণ করো না। বরং, বরং তুমি সিজদা করো না এবং (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন করো। (সূরা আলাক্ব১৯)

জাবির রাঃ হতে বর্ণিত রাসুল ছাঃ বলেছেন, বান্দা কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য সালাত/নামাজ ছেড়ে দেওয়া। (মুসলিম ১৪৮) তাই বাধ্যত্বা মূলক সালাত/নামাজ আদায় করতেই হবে।

১। জিহাদের সংজ্ঞাঃ
দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য চূড়ান্ত ভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মোকাবেলা করাকে জিহাদ বলে।

২। ত্বাকওয়া কি ?
আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর ভয়, নিজেকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে চলা।

৩। তাওহীদ কি ?
একত্ববাদ, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, আল্লাহ একক।

৪। আক্বিদা কি ?
বিশ্বাস বা মতবাদ

৫। তাগুত কি ?
অবাধ্য, সীমালঙ্ঘনকারী, আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারও আনুগত্য করা বা কুরআন ব্যতীত অন্য আইন মানাই তাগুত।

জিহাদ (কুরআন মাজীদ)
আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (তাঁর দীনের জন্য) মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। নিজেদের পিতা ইবরাহীমের দীনকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। তিনিই পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম এবং এ কিতাবেও (অর্থাৎ কুরআনেও), যাতে এই রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারে আর তোমরা সাক্ষী হতে পার অন্যান্য মানুষের জন্য। সুতরাং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আকড়ে ধর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। দেখ কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। আল হাজ্ব - ৭৮

তোমাদের উপর কিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) ফরজ করে দেওয়া হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। (সূরা বাকারাহ্-২১৬)

তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই (যুদ্ধ) কর এবং জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারাহ-২৪)

আর বহু নবী ছিলেন যারা সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সশস্ত্র জিহাদ করেছেন। আল্লাহর পথে তাদের উপর যতই বিপদই এসেছিল সেজন্য তারা হতাশ হননি, দূর্বলও হননি এবং দমেও যাননি। (সূরা ইমরান-১৪৬)

প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি এ দায়িত্ব দিয়ে যে তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং সকল প্রকার তাগুদকে বর্জন কর। (সূরা নাহল-৩৬)

তারা তাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায় অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন তাগুতকে অমান্য করে। (সূরা নিসা-৬০)

যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফের তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল খুবই দুর্বল। (সূরা নিসা-৭৬)

আমি তোমাদের কাছে সত্য দিন নিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দ করে। (সূরা যুখরুহ-৭৮)

অধিকাংশ জ্বীন ও ইনছানকে আমি জাহান্নামের তৈরি করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে তা দ্বারা বিবেচনা করে না। তাদের চোখ রয়েছে তারা চোখ দ্বারা দেখে না। আর তাদের কান রয়েছে তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো। বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর তারাই গাফেল। (সূরা আরাফ-১৭৯)

কাফেররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও মালছামানা হতে গাফেল থাক। যাতে অসতর্ক মুহূর্তে তারা এক যোগে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। (সূরা নিসা-১০২)

আর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা আনফল-৩৯)

অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ করতে থাকুন আপনি নিজের স্বত্তা ব্যতীত অন্য কারও জিম্মাদার নন। আর আপনি মুমিনদেরকে সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ (উৎসাহিত) করতে থাকুন। (সূরা নিসা-৮৪)

যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছে আল্লাহর রাহে তাদের সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া তাদের কর্তব্য। (সূরা নিসা-৭৪)

তোমরা বেড়িয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায় এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম (যুদ্ধ) করো আল্লাহর পথে নিজের মাল ও জান দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। (সূরা তওবা-৪১)

আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা সকলে মিলে কিতাল কর সর্বঅবস্থায়। আর মনে রেখ আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিনদের সাথে রয়েছে। (তওবা-৩৬)

সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। (সূরা বাকারাহ-২৪৯)

নিশ্চয়ই তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর তবে সে যে মুহূর্তে শত্রুগণ তোমাদের উপর চড়াও হবে ঠিক সেই মুহূর্তে তোমাদের রব ৫০০০ চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (সূরা ইমরান-১২৫)

আর যারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ করে অতঃপর চায় নিহত হোক বা বিজয় লাভ করুক উভয়ই অবস্থায় আমি তাদের মহা পুরস্কারে ভূষিত করব। (সূরা নিসা-৭৪)

তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হবে। আর তারাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারাহ-২১৭)

আর সেদিন দু'দল সৈন্যের মোকাবেলা হয়েছে সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা এজন্যই যে তাতে ঈমানদারদেরকে জানা এবং মোনাফেকদের সনাক্ত করা যায়। (সুরা ইমরান-১৬৬-১৬৭)

মোনাফেকরা এবং তাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদিনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয় তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশি অল্প থাকবে। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে। (সূরা আহযাব-৬০-৬১)

আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর পক্ষ উক্ত বিষয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে ভিন্ন কোনো ফয়সালা দেওয়ার অধিকার নাই। যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথ ভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সূরা আহযাব-৩৬)

হে মুমিমগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা জানতে আল্লাহ তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। তাদের জন্য আরও রয়েছে স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহ এটাই মহা সাফল্য। (সূরা সাফ-১০, ১১, ১২)

হে নবী, কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের অবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা তওবা-৭৩)

হে নবী, মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত কর, তোমাদের মধ্যে ২০ জন ধৈর্য্যশীল থাকলে শত্রুদের ২০০ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে ১০০ জন থাকলে ১০০০ কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের কোনো বোধ-শক্তি নেই। (সূরা আনফাল-৬৫)

ফেৎনা দূরভীত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে যাও। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে অত্যাচারী ছাড়া কারও উপর বাড়াবাড়ি করা যাবে না। (সূরা বাকারাহ-১৯৩)

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ববাসীদের থেকে অমুখাপেক্ষী। (সূরা আনকাবুদ-৬)

নিশ্চয়ই যারা সারিবদ্ধ ভাবে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো আল্লাহর পথে জিহাদ করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। (সূরা সাফ-৪)

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর। তার নৈকট্য অনুসন্ধান করো এবং তার পথে জিহাদ কর। যাতে তোমরা সফল কাম হতে পার। (সূরা মায়দা-৩৫)

হে, ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে যাও এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রাখ আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিনদের সাথেই আছে। (সূরা তওবা-১২৩)

কিতাল বা সশস্ত্র জিহাদ কেউ ঠিক সে ভাষায় ও সেই শব্দ দ্বারা ফরজ করেছেন সিয়াম ফরজ হয়েছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন। (সূরা বাকারাহ-১৮৩)

তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে সশস্ত্র জিহাদ ফরজ করার ব্যাপরেও তিনি বলেন। তোমাদের উপর সশস্ত্র জিহাদ ফরজ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা-২১৬)

আর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। (সূরা আনফাল-৩৯)

যে ব্যক্তি তাগুদকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে এমন সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে যা ভাঙবার নয়। (সূরা বাকারাহ-২৫৬)

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে তারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ করে অতঃপর তারা মরে এবং মারে। (তওবা-১১১)

তোমরা ধারণা করেছ যে, তোমরা এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, অথচ জেনে নিবেন না যে, তোমাদের মধ্য হতে কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্য্যশীল। (সুরা ইমরান-১৪২)

তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করে না। (সূরা মায়েদা-৫৪)

জিহাদের হাদীস সমূহ

মুয়ায়বিহার (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন সর্বদাই এই উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর কায়েম থাকবে। বিরোধীতাকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী-৭১)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং জিহাদও নিহত। যখন তোমাদের জিহাদের ডাক দেওয়া হয় তখন বেড়িয়ে পড়। (বুখারী-২৭৮৩)

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন আল্লাহর কোন বান্দা এমন অবস্থায় মারা যায় সে আল্লাহর কাছে তার সওয়াব রয়েছে তাকে দুনিয়ার সবকিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। শাহাদাতের ফযিলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহীদ হবার প্রতি আগ্রহী হবে। (বুখারী-২৭৯৫)

উকবা ইবনে আমির হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সবসময় জিহাদ (কিতাল) করে যাবে তারা তাদের শত্রুদের প্রতি কঠোর হবে। যারা তাদের বিরোধীতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যাবে। (মুসলিম-৪৮৫১)

যাবীর ইবনে সামুরাহ হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন চিরকাল এদিন কায়েম থাকবে। মুসলিমদের মধ্যে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সশস্ত্র জিহাদ করে যাবে। (মুসলিম-হাদীস একাডেমি : ৪৮৪৭)

হারূন ইবনু আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবনুশ শাইর (রহঃ) জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি জামা'আত সর্বদাই সত্যের স্বপক্ষে জিহাদ করে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় হতে থাকবে। (মুসলিম হাদিস একাডেমী : ৪৮৪৮, ৪৮৪৯, ৪৮৫০)

ইয়াহইয়া (রহঃ) সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন ঃ পশ্চিম দেশীয়রা বরাবর হকের উপর বিজয়ী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।(মুসলিম হাদিস একাডেমী : ৪৮৫২)

আব্দুল্লাহ ইবনে আহফা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন তোমরা জেনে রাখ তরবারির ছায়ার তলেই জান্নাত। (বুখারি-২৮১৮)

ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন তীরের ছায়ার নিচে (বল্লমের ছায়ার নিচে) রিযিক রাখা হয়েছে (গণিমতের পন্থায়)। (মুসনাদে আহম্মদ-৫০৯৫)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)বলেছেন অল্প সংখ্যক দ্বারাই ইসলামে শুরু হয়েছিল আর অল্প সংখ্যক দ্বারাই আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সৌভাগ্য অল্প সংখ্যকদের জন্যই। (মুসলিম-২৬৭)

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের পক্ষে জিহাদ করতে থাকবে এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি ঈসা (আঃ) এর নেতৃত্বে দার্জ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। (আবু দাঊদ -২৪৮৪)

মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রহিম হতে বর্ণিত রাসুল (ছাঃ) বলেছেন আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম আগুণ হতে মুক্তি দান করবেন। (১) এক দল যারা হিন্দুস্থানে জিহাদ করবেন (২) যারা ঈসা ইবনে মারিয়ম (আ) এর সাথে থাকবে। (নাসাঈ-৩১৭৮)

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ যুদ্ধ করল না এমনকি যুদ্ধ (জিহাদ) করার ইচ্ছা প্রকাশ করল না তার মৃত্যু হবে মুনাফেকি মৃত্যু। (আবু দাউদ ইফা: ২৪৯৪)

আবু হযরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ ১০০ বছরের শিরভাগে একজন লোকের জন্মগ্রহণ করাবেন যিনি এই উম্মতের দিনের দাওয়াত দিবেন। (আবু দাউদ-৪২৯১)

গুপ্ত হামলা নিষেধ ঃ
আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন ঈমানের দাবি হলো কাউকে ধোকা দিয়ে হত্যা না করা। কাজেই কোনো মুসলিম গুপ্ত হত্যা করবে না। (আবু দাউদ-২৭৬৯

ঈমাম মাহাদী

ইমাম মাহদির নিকট যে বায়াতের কথা বলা হয়েছে, সেটি মূলত ইসলামি খলিফা হিসেবে বায়াত। তবে এই বায়াতের মধ্যে জিহাদের অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণঃ
হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন, যা একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফার দায়িত্ব।
শয়তানি শক্তি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তার অনুসারীরা তার হাতে জিহাদের বায়াতও গ্রহণ করবেন।

ইমাম মাহদি সম্পর্কিত একটি প্রসিদ্ধ হাদিস :
"অতঃপর আল্লাহর খলিফা মাহদি আসবে। যখন তোমরা তার সম্পর্কে শুনবে, তখন তোমরা তার কাছে যাবে এবং তার হাতে বায়াত নেবে—যদিও তোমাদের বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। কারণ তিনি আল্লাহর খলিফা মাহদী।" [সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৪০৮৪-সহিহ]

ঈমাম মাহাদী এক রাতেই খেলাফার জন্য যোগ্য করে তুলবেন। (ইবনে মাজাহ-৪০৮৫)

ঈমাম মাহাদী ফাতেমার বংশধর।(ইবনে মাজহা-৪০৮৬)।

৮০টি দল যুদ্ধের জন্য পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হবে। একটি পতাকার অধীনে ১২ হাজার সৈন্য থাকবে। (বুখারি-৩১৭৬, ইবনে মাজহা-৪০৯৫, আবু দাউদ-৫০০০)

খিলাফতে কুরআন মাজীদ ঃ

যারা তাগুতের দাসত্ব করা থেকে বিরত থাকেন এবং আল্লাহ অভিমুখে হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। (সূরা জুমার-১৭)

যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এমন একটি মজবুত রশি ধরল যা কখনও ছিড়বে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারাহ-২৫৬).

স্মরণ কর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বলেন নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলিফা প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। (সূরা বাকারাহ-৩০)

তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন ঐ দিন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহুকে এবং যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে ওহি করেছিলাম আর যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা কে এ বলে যে, তোমরা এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ কর না। (শুরা-১৩)

এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ শরিয়াতের উপরে। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং প্রবৃত্ত অনুসরণ কর না। (যাসিয়া-১৮)

স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ইব্রাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন পরে তিনি তা পূর্ণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানব জাতিকে নেতা বানাব। অতঃপর তিনি ইব্রাহীম (আ) কে বলেছিলেন আমার বংশধর হতে মানুষের নেতা মনোনীত করুন। আল্লাহ বলেন আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। (সূরা বাকারাহ-১২৪)

যারা তাওরাত, ইনজিল ও তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত। তাহলে তারা তাদের উপর থেকে ও পায়ের নিচ হতে কার্য লাভ করত। তাদের মধ্যে এক দল রয়েছে যারা মধ্যপন্থা কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট। (সূরা মায়িদা-৬৬)

খিলাফত হাদীস সমূহ ঃ
ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, খিলাফতের এ বিষয়টি সব সময় কুরাইশ বংশের মধ্যেই থাকবে। দিন তাদের থেকে দুজন লোক ও অবশিষ্ট থাকবে। বুখারী হা/৭১৪০ তাঃপাঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুল ছোঃ) বলেছেন, খিলাফতের বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে। যতদিন তারা দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকবে। যে কেউ তাদের বিশ্বাধিশ করে তবে আল্লাহ তাকেই অধোমুখে নিপতিত -করবেন। (বুখারী হা/৭১৩৯ তাঃ পাঃ)

নারী সাহাবীদের জিহাদের অবদান ঃ
গাযোয়াতে খয়বার ঃ হিজরী সাত সনে মিলাদী ৬২৮ মদিনায় হিজরত করার পর রাসুল (ছাঃ) এর ইহুদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব তিনি ছিলেন রাসূল (ছাঃ) ফুফু এবং একজন নারী সাহাবী) খয়বারের যুদ্ধ চলাকালীন সময় মুসলিম নারীদের একটি তাবু ছিল। তারা সেখানে নিরপদেই ছিলেন। হঠাৎ একজন ইহুদি গুপ্তচর ভাবে বা শত্রু তাবুর দিকে এগিয়ে আসে। সেখানে কোনো পুরুষ সাহাবী না থাকায় সাফিয়া (রাঃ) নিজ হাতে অস্ত্র নিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন এবং এরপর মাথা কেটে সাহাবীদের জানিয়ে দেন। যেন তারা নিরপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেন। (সিরাতে ইবনে হিসাম)।

মুমিন নারীদের হিজরত ঃ
হে মুমিনগণ । যখন তোমাদের নিকট মুমিন নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদেরকে প্রথমে পরীক্ষা করে নাও। তবে আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। অতপর যদি তোমরা জানতে পার যে তারা মুমিন তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মুমিন নারীরা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। (সূরা মুমতাহিনা/১০)

হিজরত ঃ
আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে তিনি হিজরত করেছে, অবশ্যই আমি তাদের দুনিয়ায় উৎস আবাস দান করব। (সূরা নাহল/৪১)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ হতে মুহাজির হয়ে বের হয়, অতঃপর মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে, তার পুরস্কার আল্লাহর উপর বর্তাবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ওপরুম দয়ালু। (সূরা নিসা/১০০)

আসহাবে কাহফের হিজরত ঃ
তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলি মধ্যে বিস্ময়কর। (সূরা কাহফ (৯)

আমি তোমাদের তোমার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিক ভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তার তাদের পতিপালকের প্রতি ঈঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম। (সূরা কাহফ/১৩)

অচিরেই তারা বলবে তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। আবার কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠ জন ছিলেন তাদের কুকুর। (মুলত) তারা অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল সাতজন তাদের ৮জন ছিল তাদের কুকুর। বলো, আমার প্রতি পালকই তাদের সংখ্যা অলোভাবে জানেন, আর নেতৃশালী (প্রকৃতপক্ষে) তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বির্তক করো না এবং এদের কাউকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না ।(সূরা কাহফ/২২)

যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হাতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ কর্ম সঠিক ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করো। (সূরা কাহফ/১০)

অতপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। (সূরা কাহফ ১১)

তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর এবং আরো নয় বৎসর। (সূরা বাহক/২৫)
যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেয়, আর তারাই সফলকাম। (সূরা তাওবা/২০)

যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, তারপর জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এ সব কিছুর পর তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা নাহল ১১০)

যারা ঈমান এনেছে। হিজরত করেছে এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের পরস্পর বন্ধু। (সূরা আনফাল ৭২)

অথবা (তুমি) সেই রকম ব্যক্তি (-এর ঘটনা) সম্পর্কে (চিন্তা করেছ), যে একটি বসতির উপর দিয়ে এমন এক সময় গমন করছিল, যখন তা ছাদ উল্টে (থুবড়ে) পড়ে রয়েছিল। সে বলল, আল্লাহ এ বসতিকে এর মৃত্যুর পর কিভাবে জীবিত করবেন? অনন্তর আল্লাহ তাকে একশ' বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন এবং তারপর তাকে জীবিত করলেন। (অতঃপর) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কত কাল যাবৎ (এ অবস্থায়) থেকেছ? সে বলল, এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ! আল্লাহ বললেন, না, বরং তুমি (এভাবে) একশ' বছর থেকেছ। এবার নিজ পানাহার সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখ তা একটুও পচেনি। আবার (অন্যদিকে) নিজ গাধাটিকে দেখ, (পচে গলে তার কী অবস্থা হয়েছে)। (আমি এটা করেছি) এজন্য যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য (নিজ কুদরতের) একটি নিদর্শন বানাতে চাই এবং (এবার নিজ গাধার) অস্থিসমূহ দেখ, আমি কিভাবে সেগুলোকে উত্থিত করি এবং তাতে গোশতের পোশাক পরাই। সুতরাং যখন সত্য তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলে উঠল, আমার বিশ্বাস আছে আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। –আল বাকারা - ২৫৯
ব্যাখ্যা অনেকের মতে ইসরাঈল নবী হযরত উযায়র (আঃ)

যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা বলে, 'আল্লাহ্‌র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস! সূরা :আন নিসা - ৯৭

তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না, সুরা : আন নিসা - ৯৮

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ কোন ধরণের মু'মিন পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং ঐ ব্যক্তি যে নিজের অনিষ্ট থেকে লোকদের নিরাপদ রাখার জন্য কোনো নির্জন গুহায় আলাহর ইবাদাতে লিপ্ত থাকে।(আবূ দাউদ (তাহকিককৃত-২৪৮৫)

তোমরা দুর্বল হায়ানা এবং চিন্তিত হও না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। (সূরা ইমরান/১৩৯)

ফিতনা হতে পালায়ন দ্বীনের অংশ
আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা হতে সে তার ধর্ম সহকারে পলায়ন করবে। সহীহ বুখারী (তাওহীদ) হাদিস : ১৯ (৩৩০০, ৩৬০০, ৬৪৯৫, ৭০৮৮) (১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৮)

সিরিয়ায় বসবাস ঃ
ইবনে হাওয়ালা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন খুব শীঘ্রই ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। তখন জিহাদের জন্য তিনটি সেনাদল সংঘটিত হবে। (১) সিরিয়াতে (২) ইয়েমেন (৩) ইরাক। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন তোমরা সিরিয়াতে যোগদান কর। সম্ভব না হলে ইয়েমেনে যোগদান করবে। (আবু দাউদ-২৪৮৩)

বদরের যুদ্ধ
নিশচয় আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা দুর্বল ছিলে। অতএব আল্লাহকে ভয় করো যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (সূরা ইমরান /১২৩)

এটা এরুপ যে, তোমরা প্রতিপালক তোমাকে ন্যায় ভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন। অথচ মুমিনদের একটি দল এটা পছন্দ করেনি। (সূরা আন ফাল ০৫)

পরস্পর মুখোমুখি হওয়া দুটি দলের মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছিল, আর অপর দলটি ছিল কাফির। তারা তাদেরকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখেছিল। আল্লাহ যাকে চান নিজে সাহায্যে দ্বারা তাকে সাহায্য করেন, নিশ্চয় এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। (সুরা ইমরান (১৩)

তোমরা যুদ্ধে যা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম হিসাবে ভোগ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা আনফাল/৬৯)

ওহুদ যুদ্ধ
যেন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পবিত্র করেন এবং কাদেরদেরকে ধ্বংস করেন। (সূরা ইমরান/১৪১)

যখন তোমরা উপরের দিকে আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং কারো দিকে ফিরেও দেখছিলে না। ওহুদের যুদ্ধে কাফিরদের ভয়ে পাহাড়ে আরোহণ পূর্বক পলায়ণ করেছিলে আর রাসূল তোমাদেরকে পেছন থেকে আহ্বন করছিলেন। (সূরা ইমরান ১৫৩)

তোমরা দুর্বল হায়ানা এবং চিন্তিত হও না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। (সূরা ইমরান/১৩৯)

ধৈর্য্য

ধৈয্য মানুষকে ঠকায় না বরং উত্তম সময় শ্রেষ্ঠ উপহার দেয়। (সূরা যুমার (১০)
ধৈর্য্য শীলরা বিপদে পড়লে বলে, আমার আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি। তাঁর কাছে ফিরে যাব। (সূরা বাকারাহ/১৫৬)
হে বিশ্বাসীগণ ধৈর্য্য ও সালারের / নামাজের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রর্থনা করো ।নিশ্চই আল্লাহ ধৈর্য্য শীলদের সাথে থাকেন। (সূরা বাকারাহ/১৫৬)

হক্ক বাতিল

তোমরা হক্ককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না। এবং জেনে বুঝে হক্ককে গোপন করো না।(সূরা বাকারাহ /৪২)
কুরআন হাদীস এর দলিল পাওয়ার পর যারা মানতে চায় না তারা মুর্খ। মূর্খদের সাথে আল্লাহ তর্ক করতে নিষেধ করেছেন। (সূরা ফুরকান ৬৩)

দাড়ির বিষয়ে কুরআনে একাটি আয়াত

হারুন বলল হে মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি ধরে টেন না। আর আমার মাথার চুল ধরে টেন না।(সূরা ত্বহা/৯৪)

মুসলিম দলে দলে বিভক্ত না হওয়া। (সূরা আন আম/১৫৯ সূরা ইমরান/১০৩)

মুসলিম ভাইয়েরা অন্য মুসলিম ভাইকে যে কোন বিষয় নিয়ে আহত বা নিহত করবেন না, মুসলিম ভাইদের আমাদের প্রয়োজন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন ঃ যদি দু’জন মুসলিম তলোয়ার নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখী হয়, তাহলে উভয়েই জাহান্নামীদের মধ্যে গণ্য হবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হত্যাকারী তো জাহান্নামী। কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? তিনি বললেন, সেও তার বিপক্ষকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। সহীহ বুখারী (তাওহীদ) হাদিস নম্বরঃ ৭০৮৩

মুসলিম ইয়াহুদী ও খ্রিষ্ঠানের সাথে বন্ধুত্ব না করা :

হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও. খ্রিষ্টানদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। (সূরা মায়দা/৫১)
নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে হবে।

ধর্ম ব্যবসায়ী

প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে গোপন করে এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।–আল বাকারা - ১৭৪

(উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হল) তারা ছিল এমন লোক, আল্লাহ যাদেরকে (বিরুদ্ধাচারীদের আচার-আচরণে সবর করার) হিদায়াত করেছিলেন। সুতরাং (হে নবী!) তুমিও তাদের পথে চলো। (বিরুদ্ধবাদীদের) বলে দাও, আমি এর (অর্থাৎ দাওয়াতের) জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটা তো বিশ্বজগতের জন্য এক উপদেশ মাত্র।–আল আনআম - ৯০

বল, 'আমি তোমাদের নিকট এটার জন্যে কোন প্রতিদান চাহি না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক।'–আল ফুরকান - ৫৭

অথচ এর বিনিময়ে (অর্থাৎ প্রচার কার্যের বিনিময়ে) তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাও না। এটা তো নিখিল বিশ্বের সকলের জন্য এক উপদেশ-বার্তা।–ইউসুফ - ১০৪

উপরের আয়াতে বোঝা যাচ্ছে বর্তমান যারা ওয়াজ বা দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে টাকা নেয় তা হারাম।

(আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে) উপযুক্ত সেই সকল গরীব, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে এভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে, (অর্থের সন্ধানে) তারা ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না। তারা যেহেতু (অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারও কাছে) সওয়াল করে না, তাই অনবগত লোকে তাদেরকে বিত্তবান মনে করে। তুমি তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে। (কিন্তু) তারা মানুষের কাছে না-ছোড় হয়ে সওয়াল করে না। ২০৬

তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। –আল বাকারা - ২৭৩

ব্যাখ্যাঃ যে সকল লোক দীনের কাজে ব্যস্ত বা কোন না কোনভাবে জিহাদে লিপ্ত থাকার কারণে উপার্জন করিতে পারে না, তাহাদের জন্য ব্যয় করার কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ লোকদের উদাহরণ হইল 'আসহাবুস-সুফফাঃ' যাঁহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সময়ে দীনী শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রয়োজনে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য মদীনার মসজিদে নববীর সংলগ্ন স্থানে সর্বদা অবস্থান করিতেন।
দলিল ভিত্তিক কথা বলতে হবে।
সূরা হাক্কাও -৪৩ থেকে ৪৭ আয়াত পর্যন্ত। মহান আল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ যদি কোন কথা বলে, সেই কথাটি যদি আমার (আল্লাহ্) না হয়, তাহলে ডান হাত দিয়ে ধরে কণ্ঠ শিরা কেটে দিতাম।

কুরআন হাদিস ছাড়া বাপ-দাদার কথায় সরীয়া চলবে না। বিস্তারিত দেওয়া আছে। সূরা বাকারা-১৭০
সক্ষম থাকা অবস্থায় প্রতিবাদ না
করার পরিনতি ঃ সক্ষম থাকার পরেও প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ না করলে। মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিবেন। (আবুদাউদ হা/৪৩৩৯)

শেষ মন্তব্য
কুরআন ও সহী হাদীস অনুযারী দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ১ নম্বার ইবাদত জিহাদ ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। ইবাদতের মধ্যে ১ নম্বর ইবাদত জিহাদ কেন?

উত্তরঃ এই জিহাদের জন্য ১৭ ই রমাজন সিয়াম ভেঙ্গে বদরের যুদ্ধ হয়েছে।

খন্দকের যুদ্ধে কয়েক ওয়াক্ত সালাত/নামাজ কাযা হয়েছে জিহাদের জন্য।
এমন কি ইমাম মাহাদী আসার পর উনি জিহাদের বায়াত নেওয়াবে। ঈসা আঃ এসে জিহাদের বায়াত নেওয়াবে। তাই জিহাদ এ ওয়ান ইবাদত।

কিছু ইসলামী দল আছে যারা সহী আকীদা, শিরক, বিদ'আত নিয়ে পথে থাকে। অথচ জিহাদ খিলাফত নিয়ে কোন কথা বলেনা। তারা নাম ধারী ইসলামী দল

তারা কুরআন হাদীসের সাথে মুনাফিকি করে। এরা নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে চায় না। এরা প্রতারক।
কুরআনে শত শত আয়াত আছে জিহাদের উপর। অথচ এরা জিহাদ নিয়ে কোন কথা বলেনা। এবং খিলাফত নিয়ে কোন আগ্রহ নেয়। এসব ইসলামী দল নামে প্রতারণা করে কুরআন হাদীসের সাথে।

এসব ইসলামী দলের আলোচক এবং আলেমদের কঠিন জবাব দিতে হবে। আল্লাহর কাছে। মাদ্রাসায় পড়ে আলেম হওয়া এবং দ্বীনদ্বার এক নয়। অনেকে মাদ্রাসায় পড়ে বড় আলেম কিন্তু দিনের ব্যাপারে বেখেয়াল।

এরা নাম ধারী আলেম। তাই দ্বীনদ্বার হতে বিশুদ্ধ আকিদা আল্লাহকে মনে প্রাণে ভয় করা নিরস্বার্থ ভাবে কুরআন হাদীস মেনে চলা। আল্লাহ আমাদের সঠিক দ্বীন বুঝে মেনে চলার তৌফিক দন করুন আমীন।

সকল মুমিন ভাই-বোনরা দো'আ করবেন আমার জন্য আল্লাহ যেন আসহাবে কাহফের শহীদের মতো আমাকে কবুল করেন। জিহাদের ময়দানে শহীদ হিসাবে কবুল করেন। আমি এ পর্যন্ত কোন ওয়ারিশদের কাছে কবর স্থানের ওসিয়ত করিনি! আল্লাহ আমাকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন আমীন সুম্মা'আমীন।

আলহামদুল্লিাহ

আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। নিজেদের পিতা ইবরাহীমের দীনকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। তিনি পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম।

সূরা : আল-হাজ্ব/৭৮

প্রয়োজনে : ০১৭১৭-৬২১৭৬৭, ০১৫১৬-৫৬৭০৫১